24

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ...৬ কলাম ...৬.....

পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে প্রকাশিত হবে না!

মাসুদ কামাল

টেক্সট বুক বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কারণে আগামী বছর পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে প্রকাশিত হবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক শ্রেণীর বইয়ের প্রকাশনা প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে প্রায় দু' মাস পিছিয়ে গেছে। এতে করে গুদামে জমে গেছে বাড়তি কাগজ। বাড়তিমূল্যে নতুন গুদাম ভাড়া নিতে হয়েছে। তার পরেও সংকুলান না হওয়ায় খালাস করতে না পেরে নারায়ণগঞ্জে দু' মাস ধরে অপেক্ষা করছে কাগজ ভর্তি বার্জ। সে জন্যও গুনতে হচ্ছে প্রতিদিন ক্ষতিপূরণ।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের মতে, ইতোমধ্যে প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশনার টেন্ডার নিয়ে মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মধ্যে এক ধরনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় উৎপাদন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ছয়টি বিভাগীয় সদরে সিভিউল বিক্রি, টেন্ডার জমা নেয়ার কথা বললেও বোর্ড তা অনুসরণ করেনি। বরং মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিডিউল অনুমোদনের দীর্ঘ দেড়মাস পর টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরপর আবার একটি বিশেষ আবেদনের প্রেক্ষিতে টেন্ডার জমাদানের সময়সীমাও বাড়িয়েছে সাত দিন। অভিজ্ঞজনদের মতে, এবার আগস্টের শেষ সপ্তাহের আগে পুস্তক মুদ্রণের কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে বই প্রকাশ হতে হতে অক্টোবর লেগে যেতে পারে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর আগস্টের ১৫ তারিখের মধ্যে বই সরবরাহের জন্য অনেক আগেই বোর্ডকে জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর প্রাথমিক শ্রেণীর বই প্রকাশের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছিল ৬ জুলাই।

দেশে একই মুদ্রক ও প্রকাশকরা বোর্ডের বই ছাপানোর কাজ করে বলে প্রাথমিক শ্রেণীর বই প্রকাশের এই বিলম্ব মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে যথাসময়ে পুস্তক প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি বলে বোর্ডের গুদামজাত হয়ে থাকা কাগজগুলো যাওয়া শুরু করেনি প্রেস সমূহে। বিপরীত দিকে বিদেশ থেকে কাগজ আসতে শুরু করেছে অনেক আগেই। সে কাগজকে জায়গা দিতে বোর্ড অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সম্প্রতি নিয়েছে চারটি গুদাম। তারপরেও স্থান সঙ্কুলান হয়নি। নারায়ণগঞ্জে দু'মাস ধরে বসে রয়েছে কাগজ ভর্তি একটি বার্জ। সে কাগজ খালাস করার জায়গা নেই। ফলে বাড়ছে ক্ষতিপূরণের অংক।

এতসব অনিয়ম অপচয়ের মাঝে গত কিছুদিন ধরে বোর্ড ভবনেও বিরাজ করছে একটা ক্ষুব্ধ পরিবেশ। অতি সম্প্রতি ১৩ জনকে গণবদলি এবং ১৬ জনকে গণপদোন্নতি নিয়েই কারও কারও মধ্যে এই ক্ষোভ। এর মধ্যে আবার গণপদোন্নতিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট হয়েছে। ভান্ডার কর্মকর্তাদের বদলির আদেশ ও শর্তাবলী নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তির। আদেশে গুদামের মালামাল সরেজমিনে গণনা করে বুঝিয়ে দেয়ার পরিবর্তে স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী বুঝে নেবার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ম পরবর্তী সময়েও অনুসৃত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত আদেশে। অভিজ্ঞ মহলের মতে ত্রুটিপূর্ণ এ আদেশের ফলে এখন গুদামগুলোতে চুরির একটা হিড়িক পড়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, গত বছর গুদামগুলোতে কাগজের ঘাটতি ধরা পড়লে গঠিত তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেছিল প্রতিবছর কাগজ বিতরণের শেষ পর্যায়ে সরেজমিনে গুদামের কাগজ গণনা করার। এবং গুদামের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করতে হলে সে সময়েই করার জন্য। কিন্তু এবার সেই সুপারিশ লঙ্ঘন করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা নামধারীদের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া ব্যবসা ভেঙ্গে দিয়ে গত বছর উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুস্তক প্রকাশের নিয়ম চালু করা হয়েছিল। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বই হাতে পেয়েছিল শিক্ষাবর্ষের একেবারে শুরুতেই। কিন্তু এবার আবার সেই পুরনো পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার পাঁয়তারা চলছে বলেও একটি সূত্র জানিয়েছে। প্রাথমিক শ্রেণীর টেন্ডার বিকেন্দ্রীকরণের সরকারী প্রস্তাবকে সার্থকভাবে ধামাচাপা দেয়ার ফলে কেবল ঢাকার প্রকাশক ও মুদ্রকদের একচেটিয়া দখল বজায় থাকবে। সেই সাথে একটি গোষ্ঠী বোর্ডের কাছে আবদার করেছে তাদের সমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে যাতে টেন্ডারে অংশ নিতে না দেয়া হয়। জানা গেছে, বোর্ড এ দাবিটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। সে ক্ষেত্রে একচেটিয়াকরণের ষোলকলা পূর্ণ হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে পর্যবেক্ষক মহল।